সংবাদ

তারিখ ... 07 MAY 2005

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

সুযোগ-সুবিধার নামে অতিরিক্ত ভর্তি ফি নিচ্ছে ঢাবি কর্তৃপক্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে সম্মান প্রথম বর্ষের ভর্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন। তারা জানান, কোন ধরনের নিয়মনীতি ছাড়াই ভর্তির ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে।

কোন অনুষদ/বিভাগ/ইনস্টিটিউট কত বেশি নিচ্ছে	
আইইআর	৩৫০০/- টাকা
বিবিএ	২৫০০/- টাকা
অর্থনীতি	১৫০০/- টাকা
নৃ-বিজ্ঞান	২৫০০/- টাকা
সমাজ কল্যাণ	২০০০/- টাকা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১০০০/- টাকা

ছাত্র সংগঠনগুলো। এদিকে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রধানরা অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ছাত্রদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভর্তির ক্ষেত্রে অর্থ আদায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য ৩ সদস্যের একটি ভ্রাম্যমাণ তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট অতিরিক্ত ১ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। সবচেয়ে বেশি আদায় করা হচ্ছে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে। তারা ভর্তির ক্ষেত্রে

ভর্তির ক্ষেত্রে বর্ধিত সব ফি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছে

অতিরিক্ত সাড়ে ৩ হাজার টাকা

ভর্তি ফি : পৃ : ১১ ক: ৪

ভর্তি ফি : ঢাবি কর্তৃপক্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আদায় করছে। এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ অতিরিক্ত ১ হাজার টাকা, অর্থনীতি বিভাগ দেড় হাজার টাকা, সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউট ২ হাজার টাকা, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ আড়াই হাজার টাকা নিচ্ছে। বাণিজ্য অনুষদের মার্কেটিং, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান এবং ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং এই ৪টি বিভাগ প্রত্যেকটি অতিরিক্ত আড়াই হাজার টাকা আদায় করছে। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফ্রন্টসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন অতিরিক্ত ফি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রথমবর্ষে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী হাসিবুজ্জামান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এত টাকা নেয়া হলে আমাদের মতো দরিদ্র শিক্ষার্থীরা কোথায় পড়াশোনা করবে?

ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি দেলোয়ার হোসেন অতিরিক্ত এই অর্থ আদায়কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চাঁদাবাজি বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, যেকোন মূল্যে আমরা অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধ করব। প্রয়োজনে ছাত্রধর্মঘট ডেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বর্ধিত ফি বাতিলে বাধ্য করা হবে।

বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিবহন খাতে ৭শ' টাকা, লাইব্রেরি খাতে ১শ' টাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হল ইউনিয়ন খাতে ১২০ টাকা, প্রক্টোরিয়াল সার্ভিস চার্জের নামে ২৫ টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া ইন্টারনেট, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হচ্ছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৮০ জন শিক্ষার্থী ইন্টারনেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম বলেন, আমরা ভর্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো টাকা নিচ্ছি না। বিভিন্ন খাতে এ অর্থ নেয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত সব সুবিধা দেয়ার জন্যই এ অর্থ নেয়া হচ্ছে।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মো. আশরাফ আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা নিচ্ছি।

এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, আমরা ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি ভ্রাম্যমাণ তদন্ত কমিটি গঠন করছি। তাদের কাজ হবে বিভিন্ন বিভাগের আদায়কৃত অর্থের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পর্যবেক্ষণ করা।